بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৮ আশ্বিন ১৪২০
১৩ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম প্রধান দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরণ ও মাত্রা পরিবর্তনের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এদেশে বড় ধরণের ভূমিকম্পেরও আশংকা করছেন ভূমিকম্প বিশারদগণ। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতার শিকার। আশা করি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজের সমন্বয়ে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া দান কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করে দুর্যোগ সহনশীল সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Living with Disability and Disasters' বা ''প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব'' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

২৮ আশ্বিন ১৪২০
১৩ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও এখন সম্ভাব্য ভূমিকম্প- এ সবই বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ ছাড়াও জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, ভূমিধ্বস, খরা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, বজ্রপাত, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের জনজীবনে প্রায় নিত্য দিনের ঘটনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করাসহ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমুলক ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে আসছে। ফলে দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এ বছরও বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩' পালন উপলক্ষে United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) কর্তৃক প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Living with Disability and Disasters"। এর সাথে সংগতি রেখে বাংলায় আমাদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে :

"প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব"।

এ বছর দুর্যোগ প্রশমন দিবসের প্রতিপাদ্যে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ততার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদ হতে জনগণের, বিশেষত: দরিদ্র জণগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য মানবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে চলেছি। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক জারীকৃত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে সম্ভাব্য সকল দুর্যোগকে অন্তর্ভুক্তির পর ২০১০ সালে হালনাগাদ করে "Standing Orders on Disaster" জারী করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ জারী করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলার নিমিত্তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ নীতিমালায় ঝুঁকিহ্রাসকে অগ্রাধিকার প্রদান ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার তথ্য আদান প্রদান ও সহযোগিতা নিশ্চিতকল্পে SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এতেও প্রতিবন্ধীদের দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে তাদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়াও দুর্যোগ সাড়াদানের প্রস্তুতি ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে নারী ও শিশুদের ন্যায় প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেয়া হলে এ বছরের প্রতিপাদ্য সার্থকতা পাবে।

সমাজের সকলের সাথে প্রতিবন্ধীদের সম্মিলিত অংগ্রহণের মাধ্যমে আমরা দেশকে দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব ইন্‌শাআল্লাহ্।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩' এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আবুল হাসান মাহমুদ আলী

প্রতিবন্ধী ও দুর্যোগের সাথে বসবাস : ঝুঁকিহ্রাসে আমাদের করণীয়

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

ভূমিকা

দুর্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়গুলো সহৃদয়তার সাথে দেখা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান দুর্যোগ ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে একটি অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় ইস্যু হিসেবে পরিনত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। দুর্যোগ সকল মানুষের জন্য অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা নিয়ে আসলেও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠি হিসেবে প্রতিবন্ধীদের জন্য এর মাত্রা অনেক ব্যাপক। সমাজে লক্ষনীয় যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকাংশই দরিদ্র। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী গড়ে প্রতিবছর প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানসিক বা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষ ভূমিকম্প বা আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের শিকার হচ্ছে। অনেক মানুষ পংগুত্ববরণ করছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মার্চ ২০১৩ এর ব্রাহ্মণবাড়িয়া টর্নেডো এবং এপ্রিল ২০১৩ এর রানা প্লাজা ভবনধ্বস এক্ষেত্রে বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ মানুষ কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী যারা অবহেলা, বঞ্চনা ও দারিদ্রতার স্বীকার। এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম করে গড়ে তোলা, তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান এবং তাদের ব্যাপারে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘের International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) এ বছর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমণ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Living with Disability and Disasters'। বাংলায় এই প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব।"

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদী দর্শন হ'ল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরনের মাধ্যমে জনগনের বিশেষতঃ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির ঝুঁকি হ্রাস করা এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরী সাড়াদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাদের খাদ্য নিরাপত্তার উপরও জোর দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ও প্রতিবন্ধিতা

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, ভূমিরূপ, নদী-নালা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত দুর্যোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নের্ডো, নদী ভাঙ্গন, খরা, লবণাক্ততা, ভূমিধ্বস ইত্যাদি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এসকল দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব নিয়মিত দুর্যোগ ছাড়াও দেশটিতে ভূমিকম্পেরও ভয়ানক আশংকা রয়েছে। দুর্যোগের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিরাই (যাদের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা রয়েছে) সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিপদ মোকাবেলার জন্য যে সক্ষমতা অর্জন করা দরকার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে তা নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রায়শই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের বোঝা বলে বিবেচিত হয়। পরিবার থেকে পর্যাপ্ত মনোযোগ না পাওয়ার কারনে সীমিত গন্ডির মধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো স্বাভাবিকভাবেই নিজের প্রাপ্য বা অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে না। সুতরাং স্বাভাবিক সময়ে এ জনগোষ্ঠী যেমন বঞ্চনার শিকার হয়, দুর্যোগের সময়ে তাদের দৈনন্দিন চাহিদাগুলো মেটানই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সামনে আসতে না পারায় অনেক সময় এবং স্থানীয় প্রভাবের কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানান সুবিধা থেকে বাদ পড়ে যায়। অপর দিকে দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে সহজ প্রবেশগম্যতা না থাকায় এবং কেন্দ্রগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী না হওয়ায় আশ্রয় কেন্দ্রে তাদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তাদের প্রতি পরিবার ও সমাজের মানুষের অবহেলা সংকটকে আরো গভীর করে তোলে। ফলে দুর্যোগের সকল প্রকার দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা তাদের পোহাতে হয়। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠার আগেই ব্যক্তি আবার নতুন করে দুর্যোগে আক্রান্ত হচ্ছে। শুধুমাত্র পরিবার থেকে নয়, বরং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকেও, নতুবা, ব্যক্তির ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে দুর্যোগে টিকে থাকা শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধি মানুষগুলোর জন্য সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে। সুতরাং, একজন সুস্থ সবল মানুষের মত সহজেই সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারে না। দুর্যোগের ধাক্কা কাটিয়ে উঠার জন্য তার বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন।

সমাজ ও রাষ্ট্রের করনীয়

চলতি বছরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের লক্ষ্য শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দুঃখ দুর্দশা তুলে ধরা নয়, বরং এ যাবতকাল দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে তাদের অবদান প্রকাশ করা ও ভবিষ্যতে কিভাবে এ জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অধিক পারদর্শী করা যায় তার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অংশীদারদের সাথে মতবিনিময়ের আয়োজন করা। ২০১৩ সালের এ প্রতিপাদ্য বিষয় আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, একটি কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো বিনির্মাণে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী।এক্ষেত্রে সবাই যে সমানভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে এমন নয় বরং ব্যক্তি তার সক্ষমতা অনুযায়ী ঝুঁকি হ্রাসে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবে।এমতাবস্থায় একটি দায়িত্বশীল সমাজ বা রাষ্ট্রের কাজ হল সফল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের জন্য ক্ষেত্র ও সুযোগ তৈরি করে দেয়া।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা এবং আইনী কাঠামো

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিয়ে কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ২৭ ধারায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা হিসেবে উপযুক্ত পুনর্বাসন বা ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও ঝুঁকি হ্রাসকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতেও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া এবং অন্যান্য কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতিসংঘের সিআরপিডি-তে স্বাক্ষর করেছে। এ ছাড়া রয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য নীতিমালা-১৯৯৫ এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ এ্যাক্ট-২০০১। গত ৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ যা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ আইনের ১৩ ধারায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝুঁকিপূর্ন ও জরুরী মানবিক অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সতর্কতামূলক তথ্য সম্প্রচার, উদ্ধার, আশ্রয়, ত্রাণ বিতরণ ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১-তে প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারের রাজস্ব বাজেটে উপকূলীয় অঞ্চলে ১০০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে যা মূলতঃ মহিলা ও প্রতিবন্ধী বান্ধব। এ সকল আশ্রয়কেন্দ্রে র‍্যাম্প সংযুক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য টয়লেটসহ নির্দিষ্ট কক্ষের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আশ্বিন ১৪২০
১৩ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৩ অক্টোবর ২০১৩ 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দুর্যোগে নারী ও শিশুর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। এ প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব"- অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গত সাড়ে চার বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নসহ এখাতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে আমরা Standing Orders on Disaster প্রণয়ন করি। ২০১০ সালে এটি সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

এছাড়া আমরা National Plan for Disaster Management 2010-2015 এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছি। শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে র‍্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। আমরা সার্ক এগ্রিমেন্ট অন রেপিড রেসপন্স টু ন্যাচারাল ডিজাস্টার চুক্তি সম্পাদন করেছি। দ্রুত সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ওয়াসা, টিএন্ডটি, তিতাস, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোতে কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের গৃহীত এসকল কার্যক্রমের ফলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে এবং চলমান কার্যক্রমে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ আরও নিশ্চিত হবে বলে আমি আশা করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৩' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আশ্বিন ১৪২০
১৩ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের নিত্যসঙ্গী। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, কালবৈশাখী, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, পাহাড়ী ঢল, পাহাড়ধ্বস, বজ্রপাত, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকাণ্ড, খরা, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশের মানুষকে প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করতে হয়। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি এর ধরনও পাল্টে যাচ্ছে। সীসমিক জোনে অবস্থিত হওয়ায় এদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্পেরও আশংকা রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি জনগোষ্ঠীর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন আমাদের সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' পালিত হচ্ছে। এ বছর United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) দিবসটি উপলক্ষে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে ''Living with Disability and Disasters।" এর সাথে সংগতি রেখে বাংলায় প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব"। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বসবাস করছে। যে কোন দুর্যোগে নারী ও শিশুদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এ বছরের প্রতিপাদ্যের মূল উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচী এবং জরুরি সাড়াদানের কৌশল নির্ধারণ ও প্রস্তুতি গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২' এবং 'ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১' এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এ ছাড়াও দেশে সম্ভাব্য ভূমিকম্প সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এ বছর দেশব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্পে আত্মরক্ষামূলক মহড়া, শিশু চিত্রাংকন, পোষ্টার ও লিফলেট বিতরণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, রেডিও টেলিভিশনে আলোচনা, পত্র পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে। এদিন সকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে' দিবসটির কর্মসূচী উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি দিবসটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করবে এবং তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩' এর সকল কর্মসূচী সাফল্যমন্ডিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মেছবাহ উল আলম

২০১৫ উত্তর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং HFA কাঠামো

জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ এবং Hugo Framework for Action (HFA)-2015 এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। জাতিসংঘ সদস্যভুক্ত দেশগুলো ও বিজ্ঞজনেরা ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং HFA পরবর্তী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কাঠামো নিয়ে কাজ করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য আইনগত কাঠামো তৈরীতে বাংলাদেশের কার্যক্রম প্রশংনীয়। এখনই ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে ২০১৫ পরবর্তী কাঠামোতে এযাবত অবহেলিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি সুস্পষ্টীকরণ হওয়া প্রয়োজন এবং বাংলাদেশ এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৩-তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি সম্মুখে আসায় ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন এবং HFA কাঠামোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি প্রক্ষেপন সহজতর হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল স্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহন অপরিহার্য। আইনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সকল কমিটিতে প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজ ও স্থানীয় সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার প্রয়োজন ও চাহিদার কথা তুলে ধরতে পারে। সর্বাবস্থায় এ বিশেষ জনগোষ্ঠীর মতামতকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। কেননা প্রত্যেকটি মানুষের অংশগ্রহনের মাধ্যমেই একটি দুর্যোগ সহনশীল সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব।

সৌজন্যেঃ কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
UKaid from the British people | European Union | NORWEGIAN EMBASSY | SWEDEN | Australian AID | UNDP Empowered lives. Resilient nations.